খেলাধূলার অধ্যাপক ঃ ডক্টর যতীশ সেনগুপ্ত

লেখাপড়ার জায়গা প্রেসিডেন্সী কলেজ। প্রবেশ পথটি ভাল ছাত্রদের জন্য তৈরী। ঈশান ও প্রেমচাঁদ রাইচাঁদসহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বৃত্তি ও পুরস্কার ছাত্ররা সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করে কলেজটিকে বছরের পর বছর শীর্ষে রেখেছে।

খেলাধূলায় কলেজের স্থান বিপরীতভাবে নীচে। অন্যান্য অনেক কলেজের মত খেলোয়াড় ছাত্র ভর্তির কোন ব্যবস্থা নেই। প্রায় সব ছাত্রই লেখাপড়ার মাঝের ফাঁকটুকু খেলাধূলার মতো অবিদ্যায় কাটান না। আমাদের সময়ের এ পরিস্থিতি এখনও প্রায় অপরিবর্তিত।

অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্য যে কলকাতা ময়দানে প্রেসিডেন্সীর একটি নিজস্ব খেলার মাঠ ছিল। খেলাধূলায় উৎসাহী ছাত্রের অভাবে মাঠটি ব্যবহৃত হতো না। ফলে মাঠটি হস্তান্তরিত হয়। বেকার ল্যাবরেটরীর প্রান্তে টেনিস কোর্ট দুটির ওপর এখন ডিরোজিও হল।

এমন নয় যে সুদীর্ঘ কলেজের ইতিহাসে কোন ছাত্রই খেলার মাঠে কলেজকে এগিয়ে নেন নি। এশিয়ার টেনিস চ্যাম্পিয়ন ও ডেভিস কাপ খেলোয়াড় দিলীপ বসু প্রেসিডেন্সীর ছাত্র। বাৎসরিক কলেজ প্রতিষ্ঠা উদযাপন উপলক্ষ্যে একাধিকবার প্রাক্তনী হিসেবে বর্তমান ছাত্রদের সঙ্গে খেলে গেছেন। বাংলার সর্বকালের অদ্বিতীয় চৌকস (ক্রিকেট, ফুটবল, হকি) খেলোয়াড় নির্মল চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তেন। শতাব্দের তিন দশকের দ্বিতীয়ার্ধে নির্মলসহ একটি দুর্ধর্ষ ফুটবল দল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃ কলেজ নানা প্রতিযোগিতায় অজেয় থাকে। এ দলের অধিকাংশই নামী ক্লাব বা বাংলা বা ভারতীয় দলে খেলতেন। এ সময়েই এথলেটিকসে (স্বল্প পাল্লার দৌড়) জেড. এচ. খান বাংলায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। চার

দশকের শেষে পাঁচের গোড়াতে প্রভাত লাহিড়ী বাস্কেটবলে বাংলার অধিনায়ক থেকে কলেজের সুনাম রেখেছেন। কয়েকটি নাম উল্লেখ করলেও নিঃসন্দেহে আরো কিছু ছাত্র নানা খেলায় কলেজের নামে গৌরব এনেছেন যদিও বলবো যে নামের তালিকাটি দীর্ঘ নয়। কৃতী খেলোয়াড় ও কলেজ দলের কিছু কিছু ছবি কলেজের পাশে একটি বাড়ীর নীচু গ্যারাজের ওপরে Physical instructor-এর আপিস ও ছোট একটি খেলার dressing room-এ টানানো ছিল।

আমাদের ছাত্রজীবনে বেশীর ভাগ ছাত্রই জানতেন না কলেজে খেলাধূলার জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আছেন। তিনি ছিলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞান (Botany) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর যতীশ সেনগুপ্ত। যতীশ চন্দ্র plant physiology-তে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। নিজের বিষয়ে অধ্যাপনা ছাড়াও নানা গবেষণার কাজ অব্যাহত রাখতেন। বেকার ল্যাবরেটরীর পাশে একটি বাগান তাঁর গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এসব বিদ্যাভিত্তিক কাজ যেমন ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলস প্রচেষ্টা করতেন তেমনি সচেষ্ট থাকতেন ছাত্রদের খেলাধূলায় উৎসাহিত করতে। এ কারণে কলেজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার অনেক পরে কলেজ ছাড়তেন। পরে যখন কলেজের অধ্যক্ষ হন তখনও খেলাধূলার ভারপ্রাপ্তের দায়িত্বটি নিজের কাছেই রেখেছেন অধিকতর কর্মব্যস্ততা সত্বেও।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও খেলাধূলার সুবাদে আমি অধ্যাপক সেনগুপ্তর কাছে বেশী ভালভাবে পরিচিত হই। স্বল্পভাষী, গুরুগম্ভীর মানুষ কিন্তু কখনও কখনও কলেজের ছাত্রদের খেলাধূলায় অনীহার জন্য আক্ষেপ করতেন। দু' একবার বলেছেন কেমন করে ময়দানে প্রেসিডেন্সী কলেজের খেলার মাঠটি হাতছাড়া হয়ে গেল। বিগত দিনের খেলোয়াড়দের খবর রাখতেন। আমাদের কালে যাঁরা খেলাধূলা করতেন তাঁরা জানতেন যে প্রফেসর সেনগুপ্তই একমাত্র অধ্যাপক যিনি আমাদের প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন।

অপ্রতুল ব্যবস্থা সত্বেও ছাত্রজীবনে আমরা ক্রিকেট, হকি, ফুটবল ও এথলেটিকসে ভালমতো দল গড়তে সক্ষম হই। ভাল মানে আন্তঃকলেজ খেলায় যথার্থ competitive। ১৯৫২-তে ফুটবলে হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ডের ফাইনালে খেলি। পূজোর ছুটি হয়ে যাওয়ায় নিয়মিত খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতিতে আমরা জেতা ট্রফিটি থেকে বঞ্চিত হই। এই শীল্ড কলকাতা

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতার একটি ছিল। বেশী সাফল্য আসে এথলেটিকসে। ১৯৫০-৫২-তে আন্তঃকলেজ (তখন যাদবপুর কলকাতার কলেজ দলগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতো) ও বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েসন পরিচালিত নানা প্রতিযোগিতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের আমরা দুই ছাত্র ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে প্রথম সারিতে ফল রাখি। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেও অনেকেই জানতেন যে আমরা খেলাধূলায় অনামী প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। বলাই বাহুল্য অধ্যাপক সেনগুপ্ত বিশেষ আনন্দিত হতেন ও আরো উৎসাহ দিতে বিরত হতেন না।

খানিকটা অমার্জিত হলেও দুটি অভিজ্ঞতার কথা লিখবো অমার্জিত কারণ অভিজ্ঞতা দুটি ব্যক্তিগত। কিন্তু তা হলেও খেলোয়াড়দের প্রতি অধ্যাপক সেনগুপ্তর মনোভাব বোঝা যায়।

এম.এসসি পরীক্ষায় দুশো নম্বর স্পেশাল অথবা থিসিস পেপার ধার্য ছিল। প্রথমটিতে নিজের বিষয়ের একটি বিশেষ অংশ বেছে নিয়ে পরীক্ষা আর অন্যটিতে কোন গবেষণা-ভিত্তিক কাজের ওপর থিসিস লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে একজন পরীক্ষকের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পেশ করতে হতো। প্রায় সব ছাত্রই স্পেশাল পেপারের পথটি বেছে নিতেন কারণ অন্যটিতে কলেজের সময়ের বাইরে গবেষণার কাজের সময় জোগাতে হতো। অধ্যাপকরা থিসিস পেপার স্বাভাবিকভাবে ভাল ছাত্রদের জন্য অনুমোদন করতেন। Guide হিসেবে অধ্যাপকদেরও অনেক পরিশ্রম ছিল। মাঝারি মাপের ছাত্র হয়েও আমি অধ্যাপক সেনগুপ্তর অধীনে থিসিস করবার সভয়ে আবেদন জানাই। বি.এসসি-তে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করা দুজন সহপাঠী এবং আমার আবেদন মঞ্জুর হয়। অধ্যাপক সেনগুপ্তর এ উদারতা অনেককে বিস্মিত করে। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয়টি ছাত্রজীবনের শেষে চাকুরির ব্যাপারে। আমাদের কালে বি.এসসি/এম.এসসি পাশ করেও সীমিত সুযোগের জন্য চাকুরি পাওয়ায় অনিশ্চয়তা বেশী ছিল। লেখাপড়ার বিষয়ভিত্তিক কাজ হবে তা প্রায় অসম্ভব ছিল। অনেকেই সরকারি চাকরি পাবার জন্য নানা পরীক্ষায় বসতেন। দু' একজন বেসরকারি mercantile company-তে মোটা মাইনের চাকুরি নিতেন পারিবারিক যোগাযোগের সূত্রে। এরকম অবস্থায় আমাদের এম.এসসি পরীক্ষার পরে পরেই Public Service Commission Forest Service-এ দুটি পদের ঘোষণা করে। অনেক আবেদন পত্র পড়ে তার মধ্যে আমি সহ-সমসাময়িক প্রেসিডেন্সী কলেজের বেশ কিছু ছাত্ররা। আমার আবেদনপত্রের সঙ্গে আবশ্যিক দুটি পরিচয়পত্রের একটি অধ্যাপক সেনগুপ্ত দেন। এটিতে আমার খেলাধূলার কথাও ছিল। Interview-তে খেলাধূলা-সংক্রান্ত প্রশ্নে বুঝতে পারি যে এ পরিচয়পত্রটি বিশেষ কাজে লেগেছে। আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজের দুজন ছাত্র পদ দুটির জন্য মনোনীত হয়ে বনবিভাগে যোগ দেই। এ বিভাগে এসে আমার মনোনয়নের জন্য খেলাধূলা একটি কারণ তা জানতে পারি।

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ব্যবহারিক জীবনে খেলাধূলার অপরিহার্যতার কথা বলতেন। চাইতেন যে লেখাপড়ার ফাঁকে ছাত্ররা যেন এটিকে চালিয়ে যায়। খেলাধূলায় সাফল্য আমাদের আনন্দ প্রেসিডেন্সী কলেজের তরফ থেকে সাগ্রহে স্বীকার করে নিতেন। খেলাধূলার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের স্থান উনি যথার্থভাবে অধিকার করেছেন।

---

*উদ্ভিদ বিজ্ঞান (১৯৪৮-৫৩)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073